দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

ডাকসু নির্বাচন হয় না সাড়ে ১৮ বছর যাবৎ

● সুস্থ রাজনীতি চর্চার জন্য নির্বাচন অপরিহার্য : ভিসি
● নির্বাচনে যেতে বদ্ধপরিকর ছাত্রলীগ
● সুষ্ঠু পরিবেশ চায় ছাত্রদল

॥ সাইদুর রহমান ॥

ছাত্রসমাজ বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার ঋণ শোধ করে। অকাতরে প্রাণ দেয় হারানো গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে। জাতির দুর্যোগের সময় আবির্ভূত হয় সেনাদলের তূর্যবাদকের মত। যুগ যুগ ধরে সেই অকুতোভয় সৈনিকদের নেতৃত্ব দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-ডাকসু। কিন্তু সে ডাকসুর নির্বাচন হয় না সাড়ে ১৮ বছর যাবৎ। নেই হল সংসদগুলোর কার্যক্রমও। অথচ প্রতিবছর নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। বিশিষ্টজনেরাও ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে আশাবাদী। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, সুস্থ ছাত্র রাজনীতি ফিরিয়ে আনতে ডাকসুর বিকল্প নেই। ছাত্রলীগ নির্বাচনে যেতে বদ্ধপরিকর। ছাত্রদল ক্যাম্পাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জোর দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনা, নানাবিধ সমস্যার সমাধানসহ সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে ডাকসু ও হল ছাত্র সংসদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ১৯৯০ সালের ৬ জুন সর্বশেষ ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ অচলাবস্থার কারণে সহপাঠ্য কার্যক্রমের প্রধান কেন্দ্র হল সংসদগুলোর বর্তমানে বেহাল দশা। হল সংসদের নির্ধারিত কক্ষগুলো হয়ে গেছে বেদখল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও যেন সংসদের নাম ভুলে যাচ্ছে। তবে ডাকসুর পরিচয় পাওয়া যায় ভবনের নিচতলায় ডাকসু সংগ্রহশালায় সংগ্রাহক ও আলোকচিত্রী গোপাল দাসের একক প্রচেষ্টায় নানা ঢঙের ফ্রেমে বেঁধে রাখা ঐতিহাসিক ছবিগুলোর মাধ্যমে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখতে ডাকসু ও হল সংসদের উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য আয়োজন করা হতো নানা অনুষ্ঠান। তাদের প্রচেষ্টা থাকতো রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সক্রিয় রাখা। তখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখরিত থাকতো ক্যাম্পাস। কিন্তু ডাকসু ও হল সংসদের অনুপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেন আগের মতো প্রাণ পায় না। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সহপাঠ্য কার্যক্রম সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থে নেতৃত্ব সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাওয়া নতুন সরকারের আমলে অনেক দিনের অচলায়তন ভেঙ্গে নবযাত্রার সূচনা করতে আবার ডাকসু সচল করা হোক। ফিরে আসুক ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হলের ছাত্র সংসদের জন্য নির্ধারিত কক্ষ রয়েছে। বর্তমানে ছাত্রদের হলগুলোর হল সংসদের কক্ষ সংশ্লিষ্ট হলের বিতর্ক ও বাঁধন নামে একটি সংগঠনের কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়। শামসুন্নাহার হলের সংসদটি ছাত্রীরা বিতর্কের জন্য ব্যবহার করছে। ফুয়েত মৈত্রী হল সংসদের কক্ষটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। শামসুননাহার হলের ছাত্রী নিলশাদ দোদল বলেন, বর্তমানে ডাকসু ও হল সংসদের কার্যক্রম না থাকায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কিমিয়ে পড়েছে। এখন যা চলছে তা নামেমাত্র। তিনি বলেন, অবশ্যই ডাকসু কার্যকর হওয়া উচিত। আর এজন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

অভিযোগ রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ নির্মিত ২টি হল অমর একুশ এবং ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে হল সংসদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ নির্মিত হয়নি। রিডিং রুম ও বাঁধনের কক্ষকে হল ছাত্র সংসদ হিসাবে অনেকে দাবী করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র ডাকসু ছাড়া অন্য নির্বাচন, বিশেষ করে শিক্ষক সমিতি, সিন্ডিকেট, সিনেট, ট্রিন, কর্মচারী সমিতির নির্বাচনসহ আরো অনেক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নিয়মিত।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, ডাকসু নির্বাচন এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। ছাত্রদের অধিকারের স্বার্থে ডাকসুসহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অপরিহার্য। ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ফিরিয়ে আনতে ডাকসু নির্বাচনের জন্য ছাত্রলীগ সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হাসান চৌধুরী রোটন বলেন, ছাত্রদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে ডাকসুর বিকল্প নেই।

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু বলেন, ছাত্রদল সবসময় ডাকসু নির্বাচনের পক্ষে। নির্বাচনের ব্যাপারে আগে অনেক চেষ্টা করা হলেও অন্য ছাত্র সংগঠন থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। ডাকসু নির্বাচন দিতে হলে ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, ডাকসু নির্বাচন অবিলম্বে হওয়া উচিত। এ নির্বাচন প্রতিবছর হওয়া জরুরি। ডাকসুর কার্যক্রম না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যেন স্বাভাবিক জীবন নেই। তবে এই মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নেই। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাংস্কৃতিক বিকাশ খুবই দুর্বল। চর দখলের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে রাখা হয়েছে। এ অবস্থা দূর করার জন্য কেবল ডাকসু নয়, হল সংসদ এবং বিভাগীয় সংগঠনগুলোর কার্যক্রমও জরুরি।

ডাকসু বিষয় দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ। বর্তমান কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ বলেন, ডাকসু কার্যক্রম থাকলে ছাত্রদের মধ্য থেকেই নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে।

নবনিযুক্ত ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, নেতৃত্ব বিকাশে ডাকসুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডাকসু নির্বাচনের ধারা অব্যাহত থাকলে ও ডাকসু কার্যকর থাকলে ছাত্রসংগঠনগুলোর পক্ষে সৃজনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনা সহজ হবে। ডাকসুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করাও সহজ হবে। ডাকসু চালু হলে সুস্থ ধারায় ছাত্র রাজনীতি ফিরে আসবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তবে নির্বাচনের জন্য সবার আগে সংগঠনগুলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে।